দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 JAN 1996
৭ কলাম ৬

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

পোষ্যকোটায় ছাত্র ভর্তিতে অনিয়ম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ পোষ্য কোটায় ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হচ্ছে। গত বছরগুলোতে পোষ্য কোটায় নিয়ম বহির্ভূত পন্থায় বহু ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শাখা সূত্রে জানা গেছে, একজন ভর্তিচ্ছুক ছাত্র/ছাত্রীকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের "পোষ্য কোটায়" ভর্তি হতে হলে তাকে অবশ্যই কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তান, আপন ভাই, আপন বোন কিংবা স্ত্রী হতে হবে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফরমে আবেদনের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মোট নম্বরের শতকরা ৩০% নম্বর পেতে হবে, তবেই সে পোষ্য কোটায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু গত চার বছর ধরে এই নিয়ম ভঙ্গ করে ভর্তি কমিটি পোষ্য কোটার মত একটি অগণতান্ত্রিক পন্থাকে অবলম্বন করে ঢালাওভাবে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে চলেছে।

রেজিস্ট্রার অফিস (শিক্ষা) সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে ৬ জন পোষ্য ভর্তি পরীক্ষায় ৩০% এর অনেক কম নম্বর পেয়ে থাকলেও গত ১৭ জুলাই '৯৫ ভর্তি কমিটির এক সিদ্ধান্তে তাদের "পোষ্য কোটায়" স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। এরা হচ্ছে বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা নাসরিন আক্তারের ভাই এ এইচ এম কামাল ভর্তি হয়েছে বাংলা বিভাগে, ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক মনোয়ার হোসেন মাহমুদের ভাই লিয়াকত হোসেন ভর্তি হয়েছে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক এমতাজ হোসেনের ভাই একরামুল হোসেন ভর্তি হয়েছে বাংলা বিভাগে। আঃ মান্নান (হিসাব সহকারী, হিসাব শাখা ই-বি) এর ভাই শামিমুজ্জামান ভর্তি হয়েছে রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগে, হিসাব সহকারী আনার পাশার ভাই আরবী পাশা ভর্তি হয়েছে ইংরেজী বিভাগে এবং সাদ্দাম হোসেন হলের নিম্নমান সহকারী এনামুল হক সরকারের স্ত্রী তাহমিদা সরকার ভর্তি হয়েছে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার পর ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক এমতাজ হোসেনের স্ত্রী লুৎফুন্নেসাকে ভর্তি করা হয় একই বিভাগে। জানা যায় সে ১৯৮৬ সালে এইচএসসি পাস করে। নিয়মানুযায়ী দেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে কোন ছাত্র/ছাত্রীকে এইচএসসি পাসের দু'বছর সময় সীমার মধ্যে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে না।

পোষ্য কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে ১৯৯২-১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষে মারাত্মক অনিয়ম হয়েছে। এ বছর যে সব পোষ্য ছাত্র/ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে তারা ভর্তি ফরম উঠায়নি এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি। তাছাড়া, তাদের সবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ছিল। অথচ ভর্তি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পোষ্য কোটায় ভর্তি হবার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ ছাড়াই ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। এরা হচ্ছে প্রশাসন শাখার নিম্নমান সহকারী শেখ মোঃ হায়দার আলীর ভাই শাহানুর আলম ভর্তি হয় লোক প্রশাসন বিভাগে, জোমারত আলীর (এমএলএস ভিসি অফিস) ভাই নুরুল ইসলাম ভর্তি হয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে, ভিসি অফিসের শাখা কর্মকর্তা এ এইচ এম আসলাম হোসেনের স্ত্রী রহমত নেছা ভর্তি হয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে, দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আফাজ উদ্দিনের স্ত্রী মুনমুন নাহার ভর্তি হয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এবং আল কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক আবুল বারাকাত মোঃ ফারুকের স্ত্রী রুবিনা আখতার ভর্তি হয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে।

তাছাড়া, ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষাবর্ষে পোষ্য কোটায় দুজন ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ছাড়াই ভর্তি করা হয়। এ দু'জন ভর্তি হয় লোক প্রশাসন বিভাগে। এরা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মনিরুজ্জামানের স্ত্রী নাজমা ফাতেমা এবং জিয়াউর রহমান হলের প্রভোস্ট আলীনূর রহমানের স্ত্রী নাহিদা সুলতানা।

এদিকে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংগ্রাম কমিটি সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এক স্মারকলিপিতে পোষ্য কোটা বাতিল করার দাবী জানিয়েছে।